সংবাদ

তারিখ 18 JAN 20 3 4
পৃষ্ঠা

আগে চাই মাতৃভাষার গাঁথুনি

এ. কে.এম হাবিবুর রহমান

দৈনিক সংবাদ-এর নিয়মিত পাঠক হিসেবে ৩রা জানুয়ারি প্রকাশিত উপসম্পাদকীয়র কয়েকটি বিষয় আমার নজরে এসেছে। তার পরিপ্রেক্ষিতেই দু'একটি কথা লেখার প্রয়াস রাখছি। বিজ্ঞ লেখক আবদুল হালিমের লিখিত দু'একটি বিষয়ের প্রতি আমার কিছুটা ভিন্নমত রয়েছে। আমাদের আলোচনার কেন্দ্র মূলত 'মাধ্যমিক স্তরের ইংরেজি শিক্ষা'। জনাব হালিম মাধ্যমিক স্তরের কথা বলতে গিয়ে উচ্চ শিক্ষায় ইংরেজি মাধ্যমের উপর জোর দিয়েছেন এবং এর ভূমিকার কথা বলেছেন। উচ্চতর পর্যায়ে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজন রয়েছে এ বক্তব্যের সঙ্গে শুধু আমার কেন কারোই দ্বিমত থাকার কথা নয়।

মূলকথা, বর্তমান মাধ্যমিক স্তরকে তিনটি ভাগ করা হয়েছে। ১. নিম্ন মাধ্যমিক, ২. মাধ্যমিক, ৩. উচ্চ মাধ্যমিক। নিম্ন মাধ্যমিক ধরা হয় ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী, মাধ্যমিক ধরা হয় ৯ম, ১০ম শ্রেণী। উচ্চ মাধ্যমিক ধরা হয় একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীকে। একই সঙ্গে আজকের প্রবন্ধে আমাদের মনে রাখতে হবে এ সব শ্রেণীতে কোমলমতি শিক্ষার্থীর মানসিক বয়সের কথা। আপনি নিশ্চয়ই আধা লিটার পানি ধরে এমন বোতলে এক লিটার পানি রাখার কথা ভাববেন না কিংবা ২০ লিটার পানি ধরে এমন চৌবাচ্চায় এক লিটার পানি রাখার কথা ভাববেন না। উপযুক্ত শিক্ষাদান এবং উপযুক্ত প্রয়োগের সঙ্গে মানসিক বয়সের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। জনাব হালিম বলতে চেয়েছেন বাংলা-বাংলা করে আমরা জাতিকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছি এবং সর্বস্তরে বাংলা প্রয়োগ বুদ্ধিজীবীদের দুর্বল সিদ্ধান্ত। আমি বলব শেষস্তরে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজির প্রয়োগ ভাল হবে। এ প্রসঙ্গে একটি উক্তি, বাস্তববাদী শিক্ষাদার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথ 'আমার ছেলেবেলা' প্রবন্ধে বলেন, 'আগে চাই মাতৃভাষার গাঁথুনি তারপর বিদেশী ভাষার গোড়া পত্তন।'

প্রকৃত অর্থে সর্ব সাধারণের শিক্ষা নিয়ে ভাবতে হবে। পাইপ যেখানে পৌছায় না সেখানে পানীয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। বলা দরকার দেশপ্রেমের আবশ্যিক উপাদান স্ব-ভাষার প্রতি অনুরোধ। আর এই অনুরাগ দৃঢ় এবং স্থায়ী করার সময় মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর। বোধ করি এটাই উপযুক্ত সময়। জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধি এবং নিজস্ব পরিকল্পনায় মুক্ত বুদ্ধির যৌক্তিক প্রকাশ ঘটানোর প্রকৃষ্ট বাহন মাতৃভাষা। আলোচিত উপসম্পাদকীয়ের লেখক নোবেল পুরস্কারের কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা দেখি আবিষ্কারের চিন্তা ও গবেষণা যারা করেছেন তারা মাতৃভাষাতেই করেছেন প্রয়োজনে তা অনূদিত হয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষায় সকল শাখার চর্চা এবং সব কিছুর মাধ্যম ও উপাদান হচ্ছে ভাষা। আর এটা যদি বিদেশী ভাষা হয় তাহলে মানুষের প্রাণ স্পর্শ করতে পারবে না এবং নিজ বিবেক সত্তাকে উজ্জীবিত করবে না। জনাব হালিম সাহেব প্রি-ক্যাডেট স্কুল-কলেজের প্রসঙ্গ এনেছেন। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি পড়ানো হবে এই অজুহাতে প্রাথমিক স্তরেই বিনা চর্বনে ইংরেজি গিলতে হচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের। ফলে তা হজম হচ্ছে না এবং এর পুষ্টি, মন এবং মগজে পৌছায় না। অনেকটা ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড় কাকের মতো।

আমি মনে করি মূল সমস্যা হচ্ছে, বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষা মেনে নিয়েছি ঠিকই কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থায় এর স্থান কোথায় তা নির্ধারণ করতে পারছি না। জনাব হালিম বলতে চেয়েছেন, মাধ্যমিক স্তরের ছাত্ররা ইংরেজি শিখতে পারছে না, আগে ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজি ভাল করত এখন আর তেমনটা দেখা যায় না। আমি মনে করি শুধু ইংরেজি কেন, কোন বিদ্যাই তো ছাত্ররা শিখছে না। নৈতিকতা স্খলনই এর জন্য যথেষ্ট প্রমাণ। হয়তো তারা পরীক্ষায় বাংলা ভাষায় পাস করে যায়; কিন্তু দেখা যায় অসংখ্য বানান ভুল, শব্দের এলোমেলো প্রয়োগ, ভাষার দুর্বল ব্যবহার, বাক্য গঠনে সঠিক নিয়ম-নীতি নাই ইত্যাদি। তিনি বিজ্ঞান শিক্ষা ইংরেজিতে হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষা বাংলা মাধ্যমে হওয়ার কথা আমি বলি। কেননা, বিজ্ঞানের প্রত্যয় বা conceptগুলো বাংলা ভাষায় গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আপত্তি থাকার কথা নয় বরং তা বাংলা ভাষাকে আরো সমৃদ্ধ করবে। এ ধরনের শব্দগুলো হচ্ছে অক্সিজেন, হিলিয়াম, সিরিয়াম ইত্যাদি। প্রকৃত প্রস্তাবে মিথ্যা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ শুরু করতে পারলে পরিভাষা যেমন সৃষ্টি হবে তেমনি সকল বাধাও দূর হবে। কারিগরি কিংবা চিকিৎসা বিদ্যায় নাট-বোল্ট, প্লায়ার্স, এপ্রোন, স্টেথিসকোপ প্রভৃতি শব্দ সোজাসুজি বাংলায় ব্যবহার করতে পারি। আপনারা অনেকেই জানেন সত্যেন বসু বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দিতেন যদিও তিনি ইংরেজিসহ ইউরোপের কয়েকটি ভাষা জানতেন। যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন গর্ব ও শ্রদ্ধার সঙ্গে এক স্থানে বলেছিলেন, 'What I have been and want to be, I woe to my Angel Mother.'

লেখক তার প্রবন্ধে ইংরেজির পর, মাতৃভাষার গুরুত্ব দিয়ে ইংরেজির পর মাতৃভাষা শেখার পরামর্শ দিয়েছেন এ যেন, চুল কেটে মাথা আঁচড়ানোর ব্যবস্থা করা। অথচ প্রথমেই মাতৃভাষার গুরুত্ব দেয়া উচিত। মাতৃভাষায় দখল লাভ করলে অন্য যেকোন ভাষা শিক্ষা সহজ হয়। কেননা মাতৃভাষা চর্চার ফলে একটি সহজ ভাষা ও ধ্বনি জ্ঞান জন্মে। এই ধ্বনি জ্ঞান সকল মানবীয় ভাষার আদিম উপাদান। আর সকল ভাষাও শুরু হয় ধ্বনি জ্ঞানের মধ্য দিয়ে। বিশিষ্ট ভাষাবিদ আ. ন. ম বজলুর রশীদ ইউরোপ ও আমেরিকা সফর করে এই মত দেন যে, ইউরোপ ও আমেরিকার স্কুলগুলোতে ভালভাবে মাতৃভাষায় দখল লাভ না করা পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা দেয়া হয় না। মাতৃভাষায় ভাল দখল না রেখে দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দ্বৈত ক্রিয়ার ফলে আত্মস্ফূর্তি সহজ ও সাবলীল হয় না।

প্রকৃত প্রস্তাবে মাতৃভাষার বিকল্প ব্যবস্থার আবিষ্কার আজ পর্যন্ত হয়নি। অন্তত, মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করলে চিন্তা শক্তি ও আত্মোপলব্ধি বা আত্ম-আবিষ্কারের পথ সহজ ও সুগম হয়। মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে যতটুকু গ্রহণীয়, বিদেশী ভাষা তেমনটা হতে পারে না।

তথ্যসূত্র : বাংলা শিক্ষা দান : মুঃ আবুল কালাম আজাদ,

স্কুলে মাতৃভাষা শিক্ষা : আ. ন. ম বজলুর রশীদ।